শিক্ষকতা ছাড়াও অন্য অপশন আছে বিএড পাশ করে

এই সময়: কাজের গুরুত্বের নিরিখে দেশের সীমান্ত পাহারা দেওয়া, মাঠে ফসল ফলানো আর ক্লাসরুমে দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার মধ্যে খুব একটা ফারাক নেই বলেই মনে করেন অনেকে। আর ক্লাসরুমে দেশের ভবিষ্যৎ গড়তে গেলে অর্থাৎ শিক্ষকতা করতে গেলে বিএড পাশ করতে হয়। রইল সেই ব্যাচেলর অফ এডুকেশন (বিএড) কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য

যোগ্যতা

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্টস, সায়েন্স, কমার্স বা সমতুল বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ৫০% নম্বরসহ (বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে)

▶ প্রবেশিকার পরীক্ষা:
বহু বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে থাকে। মেধা বা পরীক্ষার ভিত্তিতে ভর্তি হয়। সাধারণত কোনও বয়সসীমা নেই।

সিলেবাস

কোর্সের মূল বিষয়গুলি হলো:

- শৈশব এবং মানসিক বিকাশ
- শেখা এবং শিক্ষাদান
- বিষয় এবং শৃঙ্খলার ধারণা
- পাঠদান কৌশল: গণিত, বিজ্ঞান এবং ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি
- প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ: স্কুলে ইন্টার্নশিপ যা সরাসরি শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা প্রদান করে

■ ঐচ্ছিক মডিউল: ডিফারেন্টলি এবেলড-দের জন্য শিক্ষাদানে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পরিবেশ শিক্ষা প্রদান। এই কোর্স তাত্ত্বিক জ্ঞান, শিক্ষাদানের দক্ষতা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করে, যা বিএড পড়ুয়াদের দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলে

উচ্চশিক্ষার সুযোগ

■ মাস্টার অফ এডুকেশন (এমএড): যাঁরা উচ্চতর শিক্ষাগত বা গবেষণামূলক কাজ করতে চান তাদের জন্য উপযুক্ত

■ পিএইচডি ইন এডুকেশন: শিক্ষাগত গবেষণা, নীতিনির্ধারণে আগ্রহীদের জন্য

■ ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স: কাউন্সেলিং, বিশেষ শিক্ষা বা শিক্ষণ প্রযুক্তির মতো বিশেষায়িত ক্ষেত্রে

কেরিয়ারের সুযোগ

■ শিক্ষকতা: সরকারি বা বেসরকারি স্কুলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকতা, এমএড বা পিইচডি করলে গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ আছে

■ প্রশাসনিক কাজ: স্কুল প্রশাসক, পাঠ্যক্রম প্রস্তুতকারী বা শিক্ষা পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ

■ সরকারি চাকরি: সি টেট, স্টেট বা স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসা

■ এডটেক সেক্টর: শিক্ষাগত প্রযুক্তি কোম্পানিতে কন্টেন্ট নির্মাণ, অনলাইন শিক্ষা বা অ্যাকাডেমিক কাউন্সেলিং

■ জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP) ২০২০ শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছে, যার ফলে দক্ষ শিক্ষকদের চাহিদা বাড়ছে এবং বিএড স্নাতকদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হচ্ছে

শিক্ষকতা ছাড়াও অন্য অপশন

■ শিক্ষা প্রশাসক হিসেবে নানা স্কুল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব

■ সিলেবাস এক্সপার্ট হিসেবে কাজ

■ শিক্ষা পরামর্শদাতা হিসেবে স্কুল বা কোচিং সেন্টারে কাজ করতে পারেন

■ ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনার হিসাবে অনলাইন লার্নিং কোর্স তৈরি করা

■ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রশিক্ষক (কর্পোরেট ট্রেনার) হিসেবে কাজের সুযোগ থাকে

■ সরকারি সংস্থা ও এনজিও-তে শিক্ষানীতি গবেষণা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ রয়েছে

■ অ্যাকাডেমিক কাউন্সেলর হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ প্রদান

■ বিভিন্ন এডটেক কোম্পানিতে ডিজিটাল মাধ্যমে শিক্ষাদান করা

■ শিক্ষামূলক কনটেন্ট রাইটার হিসেবে কাজ করা।

তথ্য সহায়তা: অমলশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক, স্কুল অফ এডুকেশন